

পূর্ণিমা-সম্মেলন

বাংলা সাহিত্য-সভা

ইতিহাস

ও

কার্য-বিবরণী

[সন ১৩৩৮ সাল হইতে সন ১৩৪৩ সালের মাঘ মাস
পর্যন্ত]

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ আচার্য্য ,

সম্পাদক ।

ବଳଦ୍ବୀପ ବାଥା ପ୍ରେସେ
ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ ।

বর্তমান কার্যকরী সমিতির

-সদস্যস্বন্দ-

সভাপতি—

শ্রীগোপেন্দ্রভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

সহঃ সভাপতি—

শ্রীঅনন্দগোপাল গোস্বামী ।

সম্পাদক—

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ আচার্য্য ।

সহঃ সম্পাদক—

শ্রীদেবনারায়ণ গোস্বামী ।

শ্রীননীগোপাল বসু ।

অঙ্কান্ত সদস্য—

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ।

শ্রীঅনন্তকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ।

শ্রীভবপতি মৈত্র ।

শ্রীশিবব্রত গোস্বামী ।

শ্রীঅনিলকুমার গোস্বামী ।

শ্রীঅচ্যুতানন্দ ভট্টাচার্য্য ।

প্রতিষ্ঠাতা সদস্যগণ—

- ১। শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ আচার্য্য ।
- ২। শ্রীযুত দেবনারায়ণ গোস্বামী ।
- ৩। শ্রীযুত আনন্দগোপাল গোস্বামী ।
- ৪। শ্রীযুত সরোজরঞ্জন ভট্টাচার্য্য ।
- ৫। শ্রীযুত গোপেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

আইন-পরামর্শদাতা—

শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ গোস্বামী, এম্-এস্ সি, বি-এল ;
উকীল, জজ্ কোর্ট ; কুমিল্লাগর ।

পরামর্শ সমিতি—

- ১। শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এল।
বিচিত্রা পত্রিকার সম্পাদক ও পূর্ণিমা-সন্মেলন
সাহিত্য-সভার পরামর্শ সমিতির সম্পাদক।
- ২। কবিবর শ্রীযুত কুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি এ।
- ৩। অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুত বিমানবিহারী মজুমদার,
এম্-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ্-ডি, ভাগবতরত্ন।
সদস্য পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়।
- ৪। অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত বিধুশেখর শাস্ত্রী,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
- ৫। শ্রীযুত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ,
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দিরের সম্পাদক।
- ৬। শ্রীযুত মতিলাল রায়,
সম্পাদক, প্রবর্তক পত্রিকা ও প্রধান
সভাপতি প্রবর্তক সভ্য।

विन्देम देवताम् वाचमयुतामाश्वनः कलाम्

পূর্ণিমা-সম্মেলন।

বাংলা-সাহিত্য-সভা,
নবদ্বীপ, নদীয়া।

২৪শে ফাল্গুন, ১৩৪৩ সাল
সোমবার।

শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহোদয়, সমবেত পূর্ণিমা-সম্মেলনের সদস্য
মহোদয় ও মহিলাগণ! .

আপনাদের সহিত একান্তভাবে মিলিত হইবার সুযোগ, আজ এই প্রথম নয়—বহুবার ঘটিয়াছে। আপনারা যে এই সাহিত্য সভাটিকে জাতির সত্যকারের শিক্ষার ও সংস্কৃতির অগ্রতম প্রতিষ্ঠান মনে করিয়া ইহার প্রতি আস্থানে এমনি করিয়া সাড়া দিয়া আসিতেছেন, তজ্জন্ম আমাদের শ্রদ্ধা ও আন্তরিক সম্বন্ধনা জ্ঞাপন করিতেছি। আপনারা এতদিন আমাদের উপর যে গুরু দায়িত্ব ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহার কার্য্য-পদ্ধতি কি ভাবে চলিয়াছে,—একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া আপনাদের নিকট হইতে অবসর গ্রহণ করিব।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ আচার্য্য,

কার্য্যকরী সমিতির পক্ষে সম্পাদক।

विन्देम देवताम् वाचममृतमाम्बुनः कलाम् ।

নবদ্বাপ পূর্ণিমা-সম্মেলন—বাংলা সাহিত্য-সভার ইতিহাস ও কার্যাবিবরণী

—*—

১৩৩৮ সাল-ইহতে ১৩৪৩ সালের মাঘ
মাস পর্য্যন্ত ।

নবদ্বাপ প্রাচীনকাল ইহতে সংস্কৃত সাহিত্য চর্চার জন্ম প্রসিদ্ধ ।
এখানে নবা-জাগ, স্মৃতি ও তত্ত্ব ভারতের তথা
আল-ই-পৃথিবীর বুকে এক নব জাগরণ তুলিয়াছিল ।
প্রেম ও ভক্তির নূতন আদর্শ বোধ করি এখানকার
মত এত শুন্দর করিয়া আর কোথাও প্রচারিত হয় নাই । ধনৌ-নির্ধন,
পণ্ডিত-মূগ, শ্রী-পুরুষ ও বালক-প্রকৃ প্রাণে প্রাণে মিলনের জয়গান গাহিয়া
এমন করিয়া বৃন্দ আর কোথাও সামোর জয় ঘোষণা করিতে পারে
নাই । পরবর্ত্তীকালে বাংলায় যে বিরাট বৈষ্ণব-সাহিত্য গড়িয়া
উঠিয়াছিল—সেই গানের সুরের পরশ লাগিয়াই যে তাহা তখন অনবদ্য ও
চিহ্নস্পর্শা ইহতে পানিয়াছিল—এ-কথা বলিলে আরো বোধ হয় অতুষ্টি
হইবে না ।

বাহা হউক, তাই বলিয়া আমরা সম্পূর্ণ গর্হণ করিতে পারি না।

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে পড়িয়া

বিস্ময় আমরা আশানিগের জাতীয় সম্পদে তথা

বৈশিষ্ট্যের প্রতি মমতা হারাষ্টবার সঙ্গে সঙ্গে মাতৃ-

ভাবার প্রতিও যে প্রচুর অকাদর করিয়া লিলাম, এ-কথা নিতান্ত লজ্জার
হইলেও মর্ম্মহীন সত্য। আমরা কিছুদিনের ভ্রম যেন একরূপ ভুলিয়াই গিয়া-
ছিলাম যে, আমরা বাঙালী—বাংলাই আমাদের মাতৃ-ভাষা। আপন
মাতাকে বিসর্জন দিয়া বিমাতাকে সমাদর করিতে চাহিয়া লজ্জা ও অব-
মাননা নিজেরাই ডাকিয়া আনিয়াছিলাম। এই দারুণ ছদ্ম্বাসের প্রভাব
নবদীপও আদৌ এড়াইতে পারে নাই। ফলে, বাংলা-সাহিত্যের
অনুশীলন এখানে যেন এককালে নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। শুধু
তাহার মাতৃ-ভাষা অনুরাগের ক্ষুদ্র দীপ শিখাটি যেন ক্ষীণ রশ্মিতে
শিবরাত্রির সলিতার মত পরবর্ত্তগণকে পথ দেখাইবার ভ্রষ্টই
বাঁচিয়াছিল।

যতদিন না আমরা মাতৃভাষার সমাদর করিতে শিখিব ততদিন

আমাদের যথার্থ মঙ্গলের কোন আশাই নাই।

সুচিন্তা

তাই, এই নবদীপের মত স্থানে বাংলা-সাহিত্য

সভার প্রয়োজন অধিক হইয়া পড়িয়াছিল এবং

এই অভাব পূরণের জন্ত জল-বুদ্বুদের মত অনেক সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত
হইয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে একটু সাময়িক চাকল্যের সৃষ্টিও
করিয়াছিল। কিন্তু, কিভাবে জাতির চিন্তা-ধারা সমাজের ও রাষ্ট্রের
উপকারে আনিতে পারে; কি ভাবে পরম্পরের মধ্যে ভাবের আদান-
প্রদান চলিতে পারে; অথবা, কিভাবে সকলের মধ্যে স্থায়ী মিলন
সম্ভবপর হইতে পারে, তাহার কোন পথ নির্দিষ্ট না-থাকায় বোধ করি
এই সকল সাহিত্য-সভার স্থিতিকাল দীর্ঘ হইতে পারে নাই।

এইরূপ অবস্থার মধ্য দিয়াই পূর্ণমা সম্মেলনের অভ্যাস। রাকী
চাঁদ স্বচ্ছ আকাশে তেমনি সমুজ্জল। তাহার

উদ্দেশ্য ভরা ঐশ্বর্যের মধ্যে কৃপণতার লেশ মাত্র নাই।

তাহার পরিপূর্ণ সত্তারে পৃথিবীর প্রাণী সম্পদের
মধ্যে আনন্দের বজ্রা বহাইয়া দেয়। তেমনি, পূর্ণমা সম্মেলনও তাহার
ভরা ঐশ্বর্যের তরঙ্গ বহাইয়া চিরন্তন মানব-মনকে পরিপূর্ণ করিয়া
তুলিবাব উদ্দেশ্য লইয়াই আবির্ভূত হইয়াছে। স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ,
উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সুখ-দুখ, হাসি-কান্নার মধ্য দিয়াই বেন সত্যের
প্রতিষ্ঠা হয়—ইহাই তাহার একমাত্র কাম্য। ললিত কলার অমুরাগী,
শিল্পী ও সাহিত্যসেবী যাত্রেরই এই সত্তার সদস্ত শ্রেণীভুক্ত হইবার
সম্পূর্ণ অধিকার আছে। মৌলিক গবেষণা এবং চিন্তাশীল সরস
রচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করাই ইহার অন্ততম উদ্দেশ্য। আগাপ ও
আলোচনা, বক্তৃতা ও বিতর্কের ভিতর দিয়া সাহিত্যের সর্সান্বান
অনুশীলন ও পুষ্টিসাধন, গুণী, জ্ঞানী, কবি ও মনীষীগণকে সমানর ও
সম্বন্ধনা; বক্তা, শ্রোতা, লেখক ও পাঠকের মধ্যে সন্তাব ও সম্প্রীতির
মধুচক্র নিৰ্মাণ; সাহিত্য-সাধনার উপযোগী এক নিজস্ব পাঠাগার স্থাপন
এবং সম্ভবপর হইলে সম্মেলনে সমালোচিত গদ্য, পদ্য লইয়া একটি
সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ প্রভৃতিও এই সম্মেলনের অন্ততম উদ্দেশ্য
বলিয়া স্থিরীকৃত হয়।

এই সকল উদ্দেশ্য সাধন-কল্পে গত পাঁচ বৎসর কাল মধ্যে আমরা
বাহ্য বতটুকু করিতে পারিয়াছি, সংক্ষেপে তাহারই পরিচয় প্রদান
করিতেছি।

এই সাহিত্য-সভা যে-দিন রূপ পরিগ্রহণ করিল, সে এক স্মরণীয় দিন।

সম্পাদক শ্রীযুত সত্যেন্দ্র নাথ আচার্য্য তাহার

ইতিমত্ত সহকারী-বন্ধু শ্রীযুত দেবনারায়ণ গোস্বামী ও শ্রীযুত

অনঙ্গগোপাল গোস্বামীর নিকট তাঁহার মনোভাব প্রকাশ করিলে, সকলে এক অপরিণীম উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠেন। এই তরুণ মনের আশ্বপ্রকাশ কি ভাবে ও কোথায় দিয়া তাহার সীমারেখা টানিয়া দিবে, এই আশঙ্কায় তাঁহারা শ্রীযুত গোপেন্দকৃষ্ণ মাংখ্যতীর্থ ও হিন্দু স্কুলের তদানীন্তন প্রধান শিক্ষক প্রদেয় শ্রীযুত সরোজরঞ্জন ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণের নিকট এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলে, তাঁহারাও অপরিণীম উৎসাহ ও ভরসা দিয়া এত কার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়া তুলেন। তাঁহাদিগের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্বেচ্ছায় সহযোগিতা পাইয়া পূর্ণিমা সম্মেলন আজ বহু বাধা অতিক্রম করিয়া ষষ্ঠবার্ষিক উপনীত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে।

গগনানন্দ বৈশাখী পূর্ণিমায় জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবীর সমস্ত মানবকে এক মহা সম্মেলনে মিলিত হইবার জন্মতিথি সুযোগ দান করিয়াছিলেন। বোধ করি, সেইরূপ পূর্ণিমা-সম্মেলনও সাহিত্যের দিক দিয়া সমস্ত নর-নারীকে সম্মিলিত হইবার সুযোগ একদিন দান করিতে পারিবে বলিয়াই সেই পূর্ণিমা-তিথি বৈশাখী পূর্ণিমায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তাই, যে তাহার দ্বারা বৎসরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লইয়া প্রতি বৈশাখী পূর্ণিমায় তাহার উৎসব আয়োজনের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

সকল সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ, শিল্পী প্রভৃতি ব্যক্তিগত-ভাবে নিজেদের সাধনা লইয়া ব্যাপৃত ছিলেন। বাহ্যতে প্রথমেই তাঁহারা একত্র হইয়া এক মহামিলনের কেন্দ্র গড়িয়া তুলিতে পারেন, পূর্ণিমা-সম্মেলনের ইহাই প্রথম প্রচেষ্টা।

নবদীপে এতদিন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মুখ্যভাবে সাহিত্য লইয়া আলোচনা ও আলোচনা হয় নাই। কিন্তু শিক্ষিত

মানব-মন সামান্য পরিমল লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না : সে আরও

বৃহত্তর আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে । সংস্কৃত

তৃতীয় সংকল্প শিক্ষা ও চিন্তাধারা মানবজাতিকে কল্যাণের

পথে অগ্রসর করে । এই জন্য পূর্ণিমা-সম্মেলন

সকলকে একত্র করিয়া স্বতন্ত্রভাবে একটি বিশিষ্ট সাহিত্য সাধনার কল্প

গড়িয়া তুলিবার সংকল্প লইয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে ।

সংস্কৃত শিক্ষার্থীগণের মধ্যে এতদিন বঙ্গভাষার অতুণীকরণে তাদৃশ

অভ্যুদয় দেখা যায় নাই । কিন্তু বর্তমান সময়ে

তৃতীয় সংকল্প মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করিলে বিশ্বের দৈনন্দিন

গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখা যায় না ; সেই জন্য

কাহারও জ্ঞানলাভ সম্পূর্ণ হইতে পারে না । পূর্ণিমা-সম্মেলন তাহার

বিভিন্ন কার্যের দ্বারা এতদিনে তাহা পরিপূর্ণ করিতে পারিয়াছে

বলিয়াই, আজ বহু সংস্কৃত অধ্যাপক ও বিজ্ঞানীকে সাহিত্য-সভার

সদস্য ও শুভাভিযায়ী করিতে সমর্থ হইয়াছে ।

সাহিত্য ও চারু-কলার সর্কোপেক্ষা বড় দৃষ্টিই হইল স্মৃতি ও দোন্দবা-

বোধ সৃষ্টির প্রতি । এই স্মৃতি অশুভৃতিই মানুষকে

চতুর্থ সংকল্প উচ্চস্তরে জীবন-বাণন করিতে সজাগতা করে ।

সত্যের প্রকাশ ও অনাক্রান্ত ভোগই মানুষের

দৈন্য বুটাইয়া অপরিমিত প্রাণ-প্রাচুর্য আনিয়া দেয় । পূর্ণিমা সম্মেলন এ

বিষয়ে সদস্যগণের মধ্যে একটি নতন প্রেরণা আনিতে সমর্থ হইয়াছে ।

নর ও নারী—উভয়েরই স্বথ জুগের কাহিনী লইয়া সাহিত্যের সৃষ্টি ।

এজন্য অস্ত্র-পুস্তকাদিগী মহিলাগণ পর্যন্ত বাহ্যতে

পঞ্চম সংকল্প সাহিত্য সাধনার সমান অংশভাগিনী হইতে

পারেন, পূর্ণিমা সম্মেলন সে সম্বন্ধে যথোচিত

অনুরোধ জাগাইয়া তুলিয়াছে । আজ তাই বহু মহিলাগণের হৃদয়

হস্তের নৈবেদ্য সস্তার লইয়া এই সম্মেলন সদস্যগণকে অভিবাদন জানাইতেছে।

সাহিত্য ও সঙ্গীত কেবল মাত্র মনোবিলাস বা অবকাশ রঞ্জনের উপকরণ নহে। জীবনের রসাস্বাদনের জন্য সত্যের প্রয়োজনীয়তা পথে অগ্রসর হইবার জন্য ইহার অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা আছে, এ কথা প্রত্যেক মনীষীই স্বীকার করেন। যে জাতির মধ্যে সাহিত্যের চিন্তাধারা ও রসাতুষ্কৃতির মধ্য দিয়া অন্তরের সুকুমার বস্তুর উন্মেষ হইরাছে, সে জাতি তত উন্নত হইরাছে।

এই মহৎ সংকল্পকে অবলম্বন করিয়া বঙ্গাব্দ ১৩৩৮ সালের বৈশাখী পূর্ণিমায় নিম্নলিখিত সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণকে প্রথম সভা লইয়া সম্পাদকের গৃহে প্রথম অধিবেশন হয়। (১) শ্রীযুত কালীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, (২) শ্রীযুত আনন্দগোপাল গোস্বামী, কাব্যাতীথ (৩) শ্রীযুত ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (৪) শ্রীযুত দেবনারায়ণ গোস্বামী, কাব্যাতীথ (৫) শ্রীযুত ননীগোপাল বসু, বি.এ (৬) শ্রীযুত করালীকঙ্কর আচার্য্য, (৭) শ্রীযুত বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (৮) শ্রীযুত দানোদর কবিরাজ, কাব্য-ব্যাकरण মাংসাতীর্থ।

এই অধিবেশনের আলোচনা প্রসঙ্গে এই প্রস্তাব হয় যে,—(১) যথার্থ সাহিত্যিক বা কলানুরাগী ব্যক্তি অর্থ-কচ্ছতা বশতঃ সভার চাঁদা দিতে অসমর্থ হইলেও যদিও এই সভার সভ্য পদে বৃত্ত হইবেন।

(২) যে সকল ব্যক্তি এই সভার সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন বা হইবেন, তাঁহাদের নিকট স্বেচ্ছায় সহিত অস্বরোধ করা হউক যে, তাঁহারা যেন শিক্ষাভিমানকে অথবা প্রশ্রয় না দিয়া যথার্থ আন্তরিকতার সহিত এই সাহিত্য সভাটির সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকেন।

সন ১৩৩৮-৩৯ সাল পর্য্যন্ত এই সভার কোম মাসিক বা বা বক চাঁদার নিয়ম প্রবর্তন করা হয় নাই, দাতার ইচ্ছার সাহায্য বা চাঁদা উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিত। কিন্তু সভার কার্যের জন্য বায়ের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায়, সন ১৩৪০ সাল হইতে ১৩৪২ সাল পর্য্যন্ত মাসিক এক আনা করিয়া চাঁদা ধাৰ্য্য করা হয়। এই মাসিক ব্যবস্থার কার্যে অসুবিধা হওয়ায় এবং সভার গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় সন ১৩৪৩ সাল হইতে বার্ষিক চাঁদার হার এক টাকা নির্দিষ্ট হইয়াছে।

গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ ব্যতীত সন্মেলন যে কয়েকটা আলোচনা বৈঠকের অধিবেশন বসাইয়াছিল সামাজিক তন্মধ্যে শরৎচন্দ্রের “বিলাসী” পুস্তকের বিতর্ক পরিস্থিতি সভায় বৈরূপ সামাজিক চাকল্যের সঞ্চার হইয়াছিল এধীনও তাহা বহু সদস্যের স্মৃতিতে সজাগ থাকাই সম্ভবপর। সভা এবং সভ্যতায় বহু শিক্ষিত সজ্জন এই গ্রন্থের বিষয় বস্তু ও ফলশ্রুতি লইয়া বহু প্রকার স্মৃতিস্তম্ভ আলোচনায় যোগদান করিয়াছিলেন। তৎকালের বিষয় ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া কোন কোন রক্ষণশীল দিন কতক এই সন্মেলনকে প্রগতি পন্থীদেরই মত-বাহক মনে করিয়া বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতেও ক্রান্ত হন নাই। তৎকালীন স্থানীয় “নবদ্বীপ” পত্র দীর্ঘ ছয় সাত মাস ব্যাপী এক বিরাট আন্দোলনও চলিয়াছিল, কিন্তু সভা চিরদিনই জয়যুক্ত হয়। পূর্ণিমা সন্মেলনের উত্তরোত্তর বিভিন্ন মুখী কর্ম-পদ্ধতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সকলেই এতদিনে বুদ্ধিতে পারিয়াছেন যে পূর্ণিমা-সন্মেলন কোন ব্যক্তি বিশেষ বা দল বিশেষ অথবা কোন মতবাদ বিশেষ প্রচার করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করে নাই। জাতি ও রাষ্ট্রের জীবনে যে সকল সামাজিক সমস্যা অপরিহার্যরূপে জাগিয়া উঠিতেছে তাহার সমাধানকল্পে সামাজিক-

গণের অনুভূতি উদ্বোধন করিবার কঠোর দাখিল সাহিত্য-নেবার
অপরিহার্য অঙ্গ বহিরাই পূর্ণিমা-সম্মেলন সময় সময় এইভাবে সামাজিক
আবহাওয়া সৃষ্টির সহায় হইয়া আনিতেছে।

এই সাহিত্য-সভার পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় বহু প্রতিষ্ঠান ইহার
প্রতি বণেটে অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন। বিশেষ
বিজয়া করিয়া স্থানীয় মণ্ডল এডওয়ার্ড গ্রাংলো সংস্কৃত
সম্মেলন লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষগণ, তাঁহাদের বাৎসরিক
“বিজয়া-সম্মেলন” উৎসব সম্পাদন করিবার ভার

পূর্ণিমা-সম্মেলনের উপরে অর্পণ করেন। পূর্ণিমা-সম্মেলনের কর্তৃপক্ষগণ
তাঁহাদের সাধ্যানুসারে সন ১৩৩৮ সালের বিজয়া দশমীর দিন উহা
সম্পন্ন করেন। এই প্রীতি উৎসব ইহার পক্ষে এমন করিয়া বহু নর-
নারীকে একত্র করিয়া সঙ্গীত, সাহিত্য, আবৃত্তি ও চাঞ্চল্যের সমাবেশের
সঙ্গে পরস্পরের মিলন ঘটাইতে পারে নাই। তজ্জন্ম লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষ-
যথেষ্ট সমুদেষ্ট হইয়া ইহার দ্বারা ভার দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া সম্মেলনকে যথেষ্ট
আপ্যায়িত করিয়াছেন।

পূর্ণিমা-সম্মেলনের নিজস্ব কোন পাঠাগার না থাকায় প্রবন্ধ লেখক-
গণের পক্ষে ক্রিপ অসুবিধা হইতে পারে, সহজেই
পূর্ণিমা সম্মেলনের অনুমোদন। সাহিত্য-সভার প্রাণই হইল, নিজস্ব
পাঠাগারের পাঠাগার। এই অভাব অনুভব করিয়া আংশিক-
ভাবে তাহা পূর্ণ করিবার জন্ম মঃ২-প্রাণ স্বর্গীর
অভাব, স্থানীয় জগদাদাস লাহিড়ী মহোদয়ের একশত টাকার পুস্তক
লাইব্রেরীতে সম্মেলনকে দান করেন। সম্মেলনের কর্তৃপক্ষগণ
প্রতিনিধি উক্ত পুস্তক সমূহ স্থানীয় এডওয়ার্ড লাইব্রেরীতে দান
প্রেরণ করিয়া একজন প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা করেন।
ইহাতে আশা ছিল যে এই সম্মেলনের সহিত উক্ত

লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষগণের সহযোগিতা বৃদ্ধি পাইবে; কিন্তু অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়—সে আশা পূর্ণ হয় নাই। তবে, উক্ত লাইব্রেরীর ভূতপূর্ব সম্পাদক শ্রীযুত জনরঞ্জন রায় মহাশয় নিজ দায়িত্বে একবার কতকগুলি পুস্তক একমাসের ভাড়া সাহায্য করিয়া সম্মেলনকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

এই লাইব্রেরীতে প্রথম প্রতিনিধি ছিলেন সম্পাদক শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ আচার্য্য; পরে শ্রীযুত অনিলকুমার গোস্বামী লাইব্রেরীতে নির্বাচিত হইয়াছেন।

প্রতিনিধি

পূর্ণিমা-সম্মেলনের প্রতিনিধি ও অগ্রাঙ্ক কতিপয় সদস্য এই লাইব্রেরীর কার্য্যকরী-সমিতিতে আনিয়া কিছু কিছু বিশদ্রাষ্ট্র্য দেখিলেন। যাহাতে এই সমস্ত অচিরে বিদূরিত হয়, পাঠকবর্গ তথা এই সম্মেলন বিশেষভাবে উপকৃত হয়; সেই উদ্দেশ্যে সাহিত্য পুস্তক ক্রয়, পুথির তালিকা প্রণয়ন, পুস্তকের তালিকা প্রস্তুত এবং আইন প্রণয়ন ইত্যাদি আবশ্যকীয় বিষয়ে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছেন।

কিন্তু ইহাতেও সম্মেলনের পুস্তকের অভাব পূর্ণ না হওয়ার নিজস্ব একটি পাঠাগার গড়িয়া তুলিবার খুবই চেষ্টা সম্মেলনের চলিতেছে। এই পাঠাগারে শোভাবাজারের নিজস্ব মহারাজা শ্রীযুত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, পণ্ডিত পাঠাগার শ্রীযুত দিগন্তনারায়ণ বিদ্যাবৃক্ষ, স্বর্গীয় শ্রীযুত কালিদাস বাগচী এম্ এম্-নি, বি-নি-এস ও স্বকবি শ্রীযুত কুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ, প্রভৃতি মহোদয়গণ পুস্তক ও অগ্রাঙ্ক আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি দিয়া সাহায্য করিয়াছেন ও করিতেছেন।

হীন্সক জুবিলী বর্গের শ্রীযুত তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের
উৎসবে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কুলের বর্ষীয় বৎসর পূর্ণ হওয়ার,
পূর্ণিমা-সন্ধ্যা কুলের কর্তৃপক্ষগণ তাহার হীন্সক জুবিলী উৎসব-
লেনের সাহিত্য সভার সাহিত্য-বাসর অনুষ্ঠিত করিবার জন্য
সভা পূর্ণিমা সন্মেলনকে নিমন্ত্রণ করিয়া সাহিত্যের
মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন।

এই সাহিত্য-সভার সভ্য না হইরাও যাহারা এ বাবৎকাল সহযোগিতা
করিয়া সন্মেলনকে শাকল্য যুক্ত করিবার জন্য
কৃতজ্ঞতা চেষ্টা করিয়াছেন তন্মধ্যে শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র বাগচী,
চোরাম্যান, নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটি; সন্দার
শ্রীযুত আন্ততোষ মুখোপাধ্যায় এম্-এস-সি, এম-আর-এ এস, প্রধান
শিক্ষক হিন্দু হাইস্কুল; শ্রীযুত শশিভূষণ তরকদার, এম-এ, বি-টি, অনারারী
ম্যাট্রিকুলেট ও প্রধান শিক্ষক বকুলতলা হাইস্কুল, শ্রীযুত দাশরথি দত্ত,
ম্যানেজার বীণাপানি ট্রিং কন্সার্ট ক্লাব; শ্রীযুত যুগলকৃষ্ণ দাস, বাণীকর্ষ;
পণ্ডিত শ্রীযুত বীরভদ্র রথ শর্মা, পকতীর্থ; অধ্যাপক শ্রীযুত অমরনাথ
তর্কতীর্থ; সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সঙ্গীতাচার্য্য
শ্রীযুত সুধাময় গোস্বামী; শ্রীযুত পাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়;
শ্রীযুত শশিভূষণ সরকার; শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ সেন; শ্রীযুত অম্বলাকুমার
বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীমতী সাবিত্রী রায়, সম্পাদিকা, নারী-মঙ্গল
সমিতি; শ্রীমতী বিরজা মোহিনী দেবী, শিক্ষয়িত্রী, তারাসুন্দরী
বাণিকা বিদ্যালয়; শ্রীমতী সরস্বতী বাল্য বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষয়িত্রী,
তারাসুন্দরী বাণিকা বিদ্যালয়; শ্রীমতী অর্পণা বন্দী প্রমুখ তদ্র
মহোদয় ও মহোদয়গণকে সন্মেলন আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন
করিতেছে।

এই প্রসঙ্গে, বর্ধমানের মহারাজ কুমার শ্রীযুত উদয় চাঁদ মহাতাব

বাধাছর, বি-এ ও শ্রীযুত মন্থ কুমার রায় এম-এ, বি-এল ; সাবজজ ঢাকা ; প্রমুখ বিশিষ্ট ভদ্র-মহোদয়গণ এই সম্মেলনের প্রতি যে সহায়ত্ব প্রতিদান করিয়াছেন ও করিতেছেন তজ্জন্ত তাঁহাদের নিকটও এই সম্মেলন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে।

এই সম্মেলনের সভ্যগণের রচিত কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধাদিকে মর্যাদা দান করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ সভার সম্পাদক শ্রীযুত অমূল্যচরণ বিদ্যাবাস, কুমার শ্রীযুত মুনীন্দ্র দেব রায় ও বিচিঞ্জী-সম্পাদক শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহোদয়গণ যে সহায়ত্ব প্রতিদান দেখাইয়াছেন, তজ্জন্ত তাঁহাদিগকেও এই সম্মেলন সম্বন্ধে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছে।

সর্বশেষে, আমাদের বলা ও না-বলার মধ্যে অন্ত্যস্ত যে সকল মহিলা ও মহোদয়গণ এই সম্মেলনের কার্য সাফল্যে যত্ন করিবার জন্ত আন্তরিক চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছেন ; যাহারা অধিবেশনের পর অধিবেশনে যোগদান করিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন এবং যাহারা আজও সমবেত হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলকে সম্রদ্য অভিবাদন আজ পুণিমা-সম্মেলন সানন্দে জানাইতেছে।

আশা করি, এই সহযোগ পাইয়া পুণিমা-সম্মেলন তাহার প্রতিটি সভার এমনি করিয়াই বছরের পর বছর সাধারণের প্রীতির চক্রে গৌরবান্বিত হইয়া চলিবে।

স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক

এই সাহিত্যসভার সভ্যগণের রচিত কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ও সঙ্গীতাদির উৎকর্ষের জন্য যে কতিপয় রসজ্ঞ ব্যক্তি স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক দান করিয়া সম্মেলনের সভ্যকারের মর্যাদা রক্ষা করিয়া সম্মেলনের কর্তৃপক্ষের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন, তাঁহাদের নাম ও দান—

- (১) রাধারাণী সুবর্ণ পদক—কেবলমাত্র মহিলা সদস্যগণের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট সঙ্গীতের জন্য পুরস্কৃত :—
দাতা—শ্রীযুত রমেশচন্দ্র আচার্য্য বি-এস-সি।
- (২) রোপ্য পদক—কেবলমাত্র মহিলা সদস্যগণের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট কীর্তন গানের জন্য পুরস্কৃত :—
দাতা:—আব্দুল ওয়াহিদ।
- (৩) হরেন্দ্রনাথ রোপ্য পদক—কেবলমাত্র মহিলা সদস্যগণের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট কবিতার জন্য পুরস্কৃত—
দাত্রী :—শ্রীমতী সবিতা দেবী (ডাঃ শ্রীযুত মোহিন মোহনী গোস্বামী, বি-এস-সি, এম-বি মহোদয়ের স্ত্রী।)
- (৪) নিশানাথ রোপ্য পদক—কেবলমাত্র মহিলা সদস্যগণের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য পুরস্কৃত—
দাত্রী :—শ্রীমতী সুসমা দেবী (স্বর্গীয় নিশানাথ গোস্বামী মহোদয়ের স্ত্রী।)
- (৫) রোপ্য পদক—সম্মেলনের পুরুষ ও মহিলা সদস্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্য পুরস্কৃত—
দাতা :—ডাঃ শ্রীযুত অম্বুকুলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি-এস-সি, এম-বি।
- (৬) রোপ্য পদক—সম্মেলনের পুরুষ ও মহিলা সদস্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবিতার জন্য পুরস্কৃত—
দাত্রী :—শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী, (শ্রীযুত পঞ্চানন গোস্বামী মহোদয়ের স্ত্রী) সি, পি ; ভারতবর্ষ।
- (৭] অমরেন্দ্র নাথ রোপ্য পদক—সম্মেলনের সদস্য এবং অসদস্য পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ ও মহিলাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্য পুরস্কৃত—
দাতা:—শ্রীযুত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়।

পরিচয়

আজ আমাদের খুবই আশার ও আনন্দের কথা যে, সাহিত্যিক-গণের ঐকান্তিক নিষ্ঠার ও একমাত্র সম্মেলনের অঙ্গপ্রেরণায় এই কয় বৎসরের মধ্যে সভাগণের নিকট হইতে বহু চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ, নিবন্ধ, কবিতা, গল্প, সমালোচনা, গান প্রভৃতি উপহার পাওয়া গিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, তাঁহাদের অনেক লেখাই বহুমতী, বিচিত্রা, অর্চনা, বঙ্গশ্রী, প্রবর্তক, দেশ, নবশক্তি, খোকা-খুকু, শিশুসাথী, রিক্তা, আসান-মোল হিতৈষী, পল্লীবাসী, নবদীপ, পত্রিকা প্রভৃতি বহু সাময়িক কাগজে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। তাহাছাড়া, কবি ত্রিভূত আনন্দমোপাল গোস্বামী মহাশয়ের রচিত “সাধের বীণা” নামক একখানি কবিতার বই প্রকাশিত হইয়াছে। অস্তিত্ত লেখকের রচিত আরও দুইখানি পুস্তক খুব দীর্ঘই প্রকাশিত হইবে। নিম্নে লেখক ও রচনা প্রদত্ত হইল—

বঙ্গাব্দ ১৩৩৮ সালে

বিষয়	নাম
১। সঙ্গীত	শ্রীআনন্দমোপাল গোস্বামী, কাব্যার্থী।
২। সঙ্গীত	শ্রীআনন্দমোপাল গোস্বামী কাব্যার্থী।
৩। সাহিত্যসভার প্রয়োজন (প্রবন্ধ)	শ্রীননীমোপাল বসু, বি-এ।
৪। বাংলা সাহিত্যে দীনতা (প্রবন্ধ)	শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক।
৫। বিড়ম্বনা (গল্প)	শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক।
৬। কাব্য সাহিত্যের প্রগতি (প্রবন্ধ)	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ আচার্য্য।

- | বিষয় | নাম |
|---|--|
| ৭। প্রথম শ্রেণীর কাব্য কাহাকে বলিব ? (আলোচনা) | |
| ৮। আশা (কবিতা) | শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ আচার্য্য। |
| ৯। শরচ্চন্দ্রের “বিলাসী” গল্পের সমালোচনা | শ্রীদেবনারায়ণ গোস্বামী
কাব্যতীর্থ। |
| ১০। গান | পণ্ডিত শ্রীশ্রীশ চন্দ্র জ্যোতীর্ষ। |
| ১১। শাস্ত্রের শাসন (প্রবন্ধ) | শ্রীগোবিন্দলাল গোস্বামী এম্-এ। |

বঙ্গাব্দ ১৩৩৯ সালে

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ১২। বনমালা (কবিতা) | সত্যেন্দ্রনাথ আচার্য্য। |
| ১৩। সাগরিকা (কবিতা) | শ্রীঅনন্দগোপাল গোস্বামী কাব্যতীর্থ। |
| ১৪। সাহিত্যে নারীর স্থান (আলোচনা) | |

বঙ্গাব্দ ১৩৪০ সালে

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ১৫। বন্ধিনী (গল্প গাথা) | শ্রীঅনন্দগোপাল গোস্বামী কাব্যতীর্থ। |
| ১৬। গান | শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ আচার্য্য। |
| ১৭। বাংলা সাহিত্যে নারী (প্রবন্ধ) | শ্রীদেবনারায়ণ গোস্বামী,
কাব্যতীর্থ। |

বঙ্গাব্দ ১৩৪১ সালে

- | | |
|------------------------------------|---|
| ১৮। নটরাজ (কবিতা) | শ্রীঅনন্দগোপাল গোস্বামী কাব্যতীর্থ। |
| ১৯। দীপ্তি (কবিতা) | শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ আচার্য্য। |
| ২০। পরশনি (কবিতা) | { শ্রীঅনন্দগোপাল গোস্বামী, ও
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ আচার্য্য। |
| ২১। নবা-জ্বায়ে বাঙালী (প্রবন্ধ) | শ্রীঅনন্তরূপ ভট্টাচার্য্য, তর্কতীর্থ। |

বঙ্গাব্দ ১৩৪২ সালে

- | | |
|------------|-------------------------------------|
| ২২। সঙ্গীত | শ্রীঅনন্দগোপাল গোস্বামী কাব্যতীর্থ। |
|------------|-------------------------------------|

বিষয়	নাম
২৩। সতীর অভিষাপ (কবিতা)	শ্রীআনন্দগোস্বামী কাব্যতীর্থ।
২৪। অভিষাপ বর (কবিতা)	শ্রীঅনিলকুমার গোস্বামী।
২৫। বৈষ্ণব সাহিত্যে রসবস্তু (প্রবন্ধ)	পণ্ডিত শ্রীগোপেন্দ্রভূষণ সাংখ্যতীর্থ।
২৬। সঙ্গীত	শ্রীআনন্দগোপাল গোস্বামী কাব্যতীর্থ।
২৭। সৃষ্টির ইতিহাস (প্রবন্ধ)	শ্রীকেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, বি-ই এন্-আর-এ-এস্।

বঙ্গাব্দ ১৩৪৩ সালে

২৮। সঙ্গীত	শ্রীআনন্দগোপাল গোস্বামী কাব্যতীর্থ
২৯। বন্দী ভগবান (কবিতা)	শ্রীআনন্দগোপাল গোস্বামী।
৩০। সুর ও বাণী (নিবন্ধ)	শ্রীমনোমোহন গোস্বামী বি-এ।
৩১। ভাঙন (গল্প গাথা)	শ্রীঅনিলকুমার গোস্বামী।
৩২। নবদ্বীপে মাধুকরী তথা বৈষ্ণব মাধুকরী (প্রবন্ধ)	শ্রীকালীকঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়
৩৩। কবি ও রাজনীতিক (প্রবন্ধ)	শ্রীদেবনারায়ণ গোস্বামী কাব্যতীর্থ।
৩৪। আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকবাদ (প্রবন্ধ)	শ্রীকেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, বি-ট, এন্-আর-এ-এস্।
৩৫। শেষের কবিতায় অমিত লাবণ্যচরিত (আলোচনা)	শ্রীকালিদাস চক্রবর্তী, বি-এ।
৩৬। সঙ্গীত	আনন্দগোপাল গোস্বামী কাব্যতীর্থ।
৩৭। অভিসারিণী (কবিতা)	শ্রীআনন্দগোপাল গোস্বামী।
৩৮। কেন বর্ষাকে আবাহন করি (নিবন্ধ)	শ্রীসরোজরঞ্জন ভট্টাচার্য্য বি-এ।

বিষয়	নাম
৩৯। মেঘ প্রশস্তি (কবিতা)	শ্রীগোপেন্দ্রভূষণ সাংখ্যাতীর্থ।
৪০। আজু বাদর (কবিতা)	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ আচার্য্য।
৪১। বর্ধার কবি কালিদাস (প্রবন্ধ)	শ্রীদেবনারায়ণ গোস্বামী কাব্যাতীর্থ।
৪২। আবাচের প্রথম দিবসে (কবিতা)	শ্রীমতী মালবিকা দেবী।
৪৩। কুলন (কবিতা)	শ্রীমন্মথকুমার রায় এম্-এ, বি-এল। [সাবজজ্]
৪৪। রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত গল্প কবিতার স্থান ও রূপ (প্রবন্ধ)	শ্রীদেবনারায়ণ গোস্বামী কাব্যাতীর্থ।
৪৫। মেঘ-দূত (কবিতা)	শ্রীমন্মথকুমার রায়, এম্-এ- বি-এল, [সাবজজ্]
৪৬। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের ঐতিহাসিক বিচার (প্রবন্ধ)	অধ্যাপক ডাঃ শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার এম্-এ, পি এইচ- ডি, পি-আর-এস, ভাগবতরত্ন।
৪৭। সাধী (কবিতা)	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ আচার্য্য।
৪৮। নামিকা (প্রবন্ধ)	শ্রীদেবনারায়ণ গোস্বামী কাব্যাতীর্থ।
৪৯। অপূর্ণ ঐক্যতান (কথিকা)	পণ্ডিত শ্রীগোপেন্দ্রভূষণ সাংখ্যাতীর্থ।
৫০। আবছারা (গল্প)	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ আচার্য্য।
৫১। এ শুধু জীবন লাগি (কবিতা)	শ্রীকালীকিঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়।
৫২। একটি দিনের ভুল (গল্প)	শ্রীকালীকিঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়।

ইহা ছাড়া, সর্ষকনা বৈঠকের, মেঘদূত উৎসবের ও ষাটশ অধিবেশ-
নের সভাপতি মহোদয়গণকে পূর্ণিমা-সম্মেলনের
লিখিত অভি-পক্ষ হঠতে পণ্ডিত শ্রীযুত ভ্রামাচরণ বিদ্যার্নব
অম্বদম পত্রি মহাশয় সংকৃত প্রোকে, শ্রীযুত গোপেন্দ্রভূষণ

মাংখাতীর্থ মহাশয় বাংলা কবিতার ও গল্পে, শ্রীযুত আনন্দগোপাল গোস্বামী কাব্যাতীর্থ মহাশয় বাংলা কবিতার ও শ্রীযুত কালীকঙ্কর গঙ্গো-
পাধ্যায় মহাশয় বাংলা কবিতার অভিনন্দন পত্রাদির দ্বারা আন্তরিক
শ্রদ্ধা ও স্বাগত সম্ভাষণ জানান।

৪৬ সংখ্যক প্রবন্ধটী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপিত করিয়া
ডক্টরেট লেখক ডক্টরেট উপাধি পাঠরাছেন এবং বাংলার প্রবন্ধ
লিখিয়া পি-এইচ-ডি পাওয়া ইহাই প্রথম।

সন ১৩৪৩ সালের ২৫শে আশ্বিন ও ২৮শে কাশ্যিক পর পর প্রবাসী
ও মডার্ন রিভিউ পত্রিকার সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত

সম্বন্ধনা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম-এ, মহোদয় এবং বিশ্ব-

বৈঠক ভারতী ও কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রদ্ধেয়

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুত বিধুশেখর শাস্ত্রী

মহোদয়গণকে লিখিত অভিনন্দন পত্রাদির দ্বারা বিশেষ সম্বন্ধনা করা

হয়। এতদ্ব্যতীত, কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীযুত

মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা করপোরেশনের মেয়র শ্রী হরিশঙ্কর

পাল কে-টি ও মন্ত্রী বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় নবদ্বীপে শুভাগমন করিতে

সম্মেলন তাঁহাদেরও সম্বন্ধনা জানাইয়াছিল।

মনের নবীনতা ও সাহিত্যের তসামুভূতিকে রক্ষা করিতে হইলে

কৃতি ও সৌন্দর্য্যবোধের যে তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির

১৩৪৩ সালের প্রয়োজন তাহা গত আষাঢ়ের প্রথম দিবসে

মেষদূত অমর কবি কালিদাসকে শ্রদ্ধা দিবার সময়েই

উৎসব কুটিয়া উঠিয়াছিল। কাব্যো, সঙ্গীতে, সজ্জার

প্রকৃতির সাথে উৎসব সভা এক অনবদ্য শ্রী ধারণ

করিয়াছিল, বাহার মধ্য হইতে সেই নিখিঁড়-বিরহী-জনের করুণ ক্রন্দসী

লগিত হইয়া সকলকে ভাবাকুল করিয়াছিল। আর, তারই অধিনায়ক

করিবার ভার সেই আপন ভোলা বাংলার শ্রেষ্ঠ পল্লীকবি শ্রীবুত কুমুদ-
বল্লভ মল্লিক মহাশয়ের স্মারক হস্তে আসিয়া পড়িয়াছিল। এমন করিয়া
কবিকে সম্মান দেওয়া নবদ্বীপবাসীর পক্ষে এর আগে বোধ করি,
সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই।

এতদ্ব্যতীত একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য অধিবেশন হইয়াছিল ১৩৪৩

সালের ১০ই আগ্রিন। সুপরিচিত সুসাহিত্যিক

বিশেষ শ্রীবুত অন্নদাশঙ্কর রায় আই-সি-এস, মহোদয়
অধিবেশন ঐ দিনকার প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত থাকিয়া
তাঁহার স্বাধীন চিন্তাধারা বিশ্লেষণে সাহিত্যের

নির্বাণ সাধনাকে যেন জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। নীতি ও দুর্নীতির
বিসম্বাদ তুলিয়া সাহিত্য-সাধনাকে বিধাক্ত করিয়া তুলিবার প্রয়োজন
তিনি বোধ করেন না। তিনি বলেন, কোন্ সাহিত্য তাহার স্বামী
আসন বিছাইতে পারিবে কালই তাহার প্রধান বিচারক। বর্তমানে
যে অবস্থার মধ্য দিয়া আমরাগকে চলিতে হইতেছে, তাহাতে ঐতি-
হাসিক, সামাজিক ও আর্থিক বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে না পারিলে,
আর আমরা বাঁচিব না। বিশেষ করিয়া সমাজের যে অস্বস্তিজনক
প্রতিদিন প্রতিনিয়ত নিষ্ঠুর অন্তরে বার বার আঘাত করিতেছে
তাহারই দিকে ফিরিয়া চাহিবার জন্ত তিনি আবেগ ভরে আবেদন
জানাইয়াছিলেন। বিতর্কের আর একটা দিক আলোচনা করিয়াছিলেন
আমাদের অগ্রতম চির স্মরণ অধ্যাপক ডাঃ সুরেশকুমার দাস এম্-এ,
পি-এইচ-ডি মহাশয়। তাঁহার যুক্তিপূর্ণ উক্তিগুলির অঙ্করে অঙ্করে
যেন প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার অলস অকুরাগ দেদীপ্যমান হইয়া
উঠিতেছিল। শিক্ত ও সজ্জাত শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তে এ দিনকার এই
অধিবেশন বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করিয়াছিল।

কেবলমাত্র সম্মেলনের সদস্যবৃন্দকে লইয়া সন ১৩৪২ সালের ৩রা চৈত্র ও সন ১৩৪৩ সালের ১৮ই আষাঢ় তারিখে সাহিত্য বাসর শ্রদ্ধে শ্রীযুত কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, বি-ই, এম্-আর-এ-এস মহোদয়ের সভাপতিত্বে দুইটি সাহিত্য-বাসর অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং ২০শে শ্রাবণ ১৩৪৩ সাল তারিখে শ্রদ্ধে শ্রীযুত সরোজরঞ্জন ভট্টাচার্য্য বি-এ, মহোদয়ের পৌরোহিত্যে আর একটি সাহিত্য-বাসর বসিয়াছিল। ইহা ছাড়া, কার্য্য-নির্বাহক সমিতির সদস্যগণও সময়ে সময়ে বিভিন্ন বৈঠকে এইরূপ বহু সাহিত্য-বাসরের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই সকল আলোচনা-সভার শিথিবার ও জানিবার বিষয় প্রচুর ভাবেই ছিল।

ত্রাসেলসের বিশ্ব মনীষীবর্গের আন্তরিক ইচ্ছায় রোম্যা রোঁলা, বাট্রাও রাসেল, হ্যারোল্ড লাক্সী প্রমুখ সুধীবর্গের বিশ্বের শান্তি-আলোচনে সাড়া দিবার জন্ত পূর্ণিমা-সম্মেলনের দিবস পালন সাহিত্য-সেবীগণ বিশ্বের আন্তর্জাতিক শান্তি দিবসের সাথে নিখিল ভারতীয় শান্তি দিবস পালন করেন। এই সভায় বিশ্ব কবি শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্বোধন বাণী পাঠ হইলে শ্রীযুত গোপেন্দভূষণ সাংখ্যাতীর্থ, শ্রীযুত দেবনারায়ণ গোস্বামী কাব্যাতীর্থ, শ্রীযুত কালীকিঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুত অনিলকুমার গোস্বামী ও শ্রীযুত অনন্তকৃষ্ণ তর্কতীর্থ প্রমুখ সভ্যগণ প্রধান অংশ গ্রহণ করেন এবং মানুষে মানুষে প্রীতি ও সখ্য সম্বন্ধ সুরক্ষিত হইবার জন্ত মনুষ্য সভ্যতার নিকট বিশ্ব কল্যাণের প্রার্থনা জানান।

এই সাহিত্য সভাটি না গড়িয়া উঠিতেই আমরা করেকটা অন্তরে বহু ও শুভানুধ্যায়ী মহাত্ম্যব ব্যক্তিকে চিরতরে শোক-সভা হারাষ্টয়াছি। বোধ করি, এত বড় ক্ষতি সহজে পূরণ করিয়া লইতে পারিব না। অমরেন্দ্রনাথ

ভট্টাচার্য্য বি-এ; পণ্ডিত দুর্গাদাস লাহিড়ী, পণ্ডিত জ্যোতিষ্মত চট্টো-
পাধ্যায়, ভাগবতভূষণ; জিতেন্দ্রনাথ গোস্বামী; ডাঃ সুধেন্দুকুমার দাস
এম-এ; পি-এইচ-ডি; মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট কালিদাস বাকচী, এম-এস-সি
বি-সি-এস; মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি প্রভৃতি মহো-
দয়গণের মহাপ্রয়াণে পূর্ণিমা-সম্মেলনের সদস্যবৃন্দ তাঁহাদের মৃত আত্মার
কল্যাণ প্রার্থনা ও পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ
করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাহাছাড়া, ম্যাক্সিম গর্কী, চেটারটন,
জে, টি, স্তাণ্ডারল্যাণ্ড ও হান্সরসিক চিত্ররঞ্জন গোস্বামী মহোদয়গণের
পরলোক গমনে পূর্ণিমা-সম্মেলনের সদস্যগণ তাঁহাদের মৃত আত্মার
প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন ও করিতেছেন। এবং

লর্ড জেডরিড্ আর্নেস্ট এলবার্ট ভারত সম্রাট পঞ্চম লর্ড
গত ২০শে জানুয়ারী ১৯৩৬ খৃঃ হঠাৎ পরলোক গমন করিলে, সদস্য-
গণ অত্যন্ত মন্থাহত হইয়া তাঁহার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করিবার
জন্য একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত করেন। তিনি ভারতবর্ষে তথা সমগ্র বৃটিশ
সাম্রাজ্যে শিক্ষা বিস্তার সম্বন্ধে যে উদ্দেশ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা
গভীর শ্রদ্ধার সহিত পূর্ণিমা-সম্মেলন আজও স্মরণ করিতেছে, তিনি
বলিয়াছিলেন—আমার ইচ্ছা এই যে, দেশের সর্বত্র বহু বিদ্যালয়
প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং সেই সকলে যাহারা শিক্ষালাভ করিবে তাহারা
শিল্প, কৃষি প্রভৃতি সকল কার্যে আপনাদিগের প্রাধান্য রক্ষা করিতে
পারিবে। ইহাও আমার অভিপ্রেত যে, জ্ঞান বিস্তারের ও তাহার
সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য ও চিন্তা সম্বন্ধে উচ্চতর ধারণার ফলে আমার ভারতীয়
প্রজা পুঞ্জের গৃহ সমৃদ্ধ ও পরিশ্রম লব্ধ হইবে। শিক্ষার
দ্বারাই আমার এই অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে
পারবে এবং ভারতে শিক্ষা বিষয়ে আমি
সর্বদাই অবহিত থাকিব। পূর্ণিমা-সম্মেলন ইহাদের

নিকট প্রার্থনা করিতেছে যে, সম্রাটের বিগত আত্মা নবীন সম্রাটের
কর্ম দৃষ্টে তৃপ্তি লাভ করুন।

এ পর্য্যন্ত বৃহৎভাবে সম্মেলনের ছাদশটি সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত
হইয়াছে। দেশের ও বিদেশের সাহিত্যিক, শিল্পী.

সাধারণ অধ্যাপক প্রভৃতি গুণী বিষয়গণের অধিনায়কত্বে
অধিবেশন দর্শন, ইতিহাস, কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত ও বিজ্ঞান
ও সভাপতি প্রভৃতি চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধগুলি তাঁহাদের যত্ন
সমালোচনার আরও মধুময় হইয়া উঠিয়াছিল।

নিম্নে অধিবেশন ও সভাপতিগণের নাম দেওয়া হইল।

সন ১৩৩৮ সাল

অধিবেশন—

সভাপতি—

প্রথম অধিবেশন

শ্রীযুত কালীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য (চিত্র শিল্পী)

দ্বিতীয় অধিবেশন

পণ্ডিত শ্রীযুত গোপেন্দভূষণ সাংখ্যাতীর্থ।

তৃতীয় অধিবেশন

শ্রীযুত জনরঞ্জন রায়।

চতুর্থ অধিবেশন

ডাঃ শ্রীযুত বিজয়মাধব চট্টোপাধ্যায়।

পঞ্চম অধিবেশন

পণ্ডিত শ্রীযুত হর্গাদাস লাহিড়ী

ষষ্ঠ অধিবেশন

পণ্ডিত শ্রীযুত জ্যোতিষ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভাগবতভূষণ।

সন ১৩৩৯ সাল

সপ্তম অধিবেশন

পণ্ডিত শ্রীযুত গোপেন্দভূষণ কাব্য-বাকরণ-
সাংখ্যাতীর্থ।

সন ১৩৪০ সাল

অষ্টম অধিবেশন

শ্রীযুত নিতাইচাঁদ ভট্টাচার্য্য বি-এ।

সন ১৩৪১ সাল

নবম অধিবেশন অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুত সুরেন্দ্রকুমার দাস এম-এ,
পি-এইচ-ডি। (কলকাতা)

সন ১৩৪২ সাল

দশম অধিবেশন অধ্যাপক শ্রীযুত বিমানবিহারী মজুমদার এম-এ,
পি-আর-এস, ভাগবতরত্ন (পাটনা, ইউনিভারসিটি)
একাদশ অধিবেশন অধ্যাপক শ্রীযুত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়,
এম-এ। (ঢাকা ইউনিভারসিটি)

সন ১৩৪৩ সাল

দ্বাদশ অধিবেশন শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি-এল,
(সম্পাদক, বিচিত্রা)

এই সাহিত্য সভাকে পরিচালন করিবার জন্ত এ পর্য্যন্ত যে কয়েকটা
কার্য্যকরী বৈঠক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার তালিকা—

পরিচালন-সমিতির বৈঠক।

বর্ষ	বৈঠকের সংখ্যা।
সন ১৩৩৮ সাল	৪
সন ১৩৩৯ সাল	১
সন ১৩৪০ সাল	১০
সন ১৩৪১ সাল	৫
সন ১৩৪২ সাল	৩
সন ১৩৪৩ সাল	৮
(মোট মোট পর্য্যন্ত)	

এই যে সমস্ত সভা ও আলোচনা বৈঠকের নাম উল্লেখ করিয়াছি,
তাহার বিশেষ বিশেষ অধিবেশন স্থানীয় এড্‌ওয়ার্ড
সভা ও লাইব্রেরী, বাবুলাল আগরওয়ালার চতুশ্রী,
বৈঠকের বঙ্গবাণী-বালক-বিদ্যালয় ও সারস্বত মন্দিরে
স্থান অমুষ্ঠিত হইয়াছিল; এবং সাধারণ ও কার্য্যকরী
সমিতির বৈঠকগুলি শ্রীগোপেন্দ্রভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়,
শ্রীযুত আনন্দগোপাল গোস্বামী ও সম্পাদক মহোদয়গণের গৃহে অমুষ্ঠিত
হইয়াছিল। তজ্জন্ত সেই সব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষগণ ও সেই সব ভ্রম
মহোদয়গণকে সমিতির পক্ষ হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা
ঘাইতেছে।

আমরা এ যাবৎকাল যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে নিমন্ত্রণ পত্র
পাইয়াছি, তাঁহাদের আন্তরিক আহ্বানের জন্ত
নিমন্ত্রণ পত্র অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। সেই প্রতিষ্ঠান
গুলি— ১। আনন্দ পরিষদ; ২। কল্যাণ-
মন্দির, ৩। এপেলোটিক ক্লাব, ৪। হিন্দু স্কুল, ৫। বঙ্গবাণী বালিকা
বিদ্যালয়, ৬। এড্‌ওয়ার্ড লাইব্রেরী, ৭। নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটি,
৮। বকুলতলা হাইস্কুল, ৯। নবদ্বীপ শ্রীবাস অঙ্গন টোলার ছাত্রবৃন্দ,
১০। ক্যালকাটা জনি মেডিক্যালস্ প্রভৃতি।

সম্রাট ষষ্ঠ জর্জের সিংহাসন আরোহণে
সম্বর্ধনা জ্ঞাপন।

গত ৫ই পৌষ ১৩৪৩ সাল তারিখে পূর্ণিমা-সম্মেলনের সভ্যগণ মহা-
মাত্র সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ মহোদয়ের সিংহাসন আরোহণে সম্বর্ধনা প্রকাশ
পূর্বক তাঁহার প্রতি রাজ্যভুগত্য জ্ঞাপন করেন।

পূর্ণিমা-সম্মেলনের সভাপ্রবন্ধের ও কার্য-নির্বাহক সমিতির সদস্যগণের
 কার্যের সুবিধার জন্য পূর্ণিমা-সম্মেলনের প্রতিষ্ঠাতা
 মুদ্রিত সদস্যগণের মনোভাব অনুযায়ী একটি সংশোধিত
 নিয়মাবলী নিয়মাবলী প্রস্তুত করিয়া মুদ্রিত করা হইয়াছে।

পূর্ণিমা-সম্মেলন সাহিত্যসভার সাহিত্যিকবৃন্দের আগ্রহে আগামী
 ১৩৪৪ সালের দ্বৈশাখ হইতে সাহিত্য-সভার মুখ-
 পূর্ণিমা পত্র হিসাবে “পূর্ণিমা” নামে একটি ত্রৈমাসিক
 পত্রিকা বাহির করা হইবে। উক্ত পত্রিকা
 বর্তমানে হাতে লেখা হইলেও, পরে মুদ্রণের ব্যবস্থা করা হইবে। ত্রীযুত
 কালীকিঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত পত্রিকার সম্পাদক।

নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটির ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান ও অনারারী
 ম্যাজিস্ট্রেট ত্রীযুত সদানন্দ ভট্টাচার্য্য ও অবসর
 হিসাব পরি- প্রাপ্ত গভর্নমেন্ট অফিসর ত্রীযুত গোরগোপাল
 দর্শকগণের ভট্টাচার্য্য মহোদয়গণ অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার
 প্রতি কৃতজ্ঞতা করিয়া অনুগ্রহ পূর্বক আমাদের সাহিত্য-
 জ্ঞাপন। সভার এযাবৎ সমস্ত আয় ব্যয় হিসাব
 পত্রাদি বিশেষভাবে পরিদর্শন করিয়া চির কৃতজ্ঞতা
 পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন, তজ্জন্ত সমিতির পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে
 আন্তরিক ধন্যবাদ ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

হিসাব পরিদর্শকগণের মন্তব্য ।

(Auditors' Remarks.)

- (I). Mr. Sadananda Bhattacharyya, Ex-Chairman, Nabadwip Municipality and Hony. Magistrate says,—

Examined the Account Book of the *Purnima-Sammelan* with vouchers where available for the year 1338—1340 B. S. and found it correct. Some entries were made irregularly but I am satisfied with the explanation given by the Secretary of the *Sammelan*. I have requested the Secretary to secure vouchers for every transaction for $\frac{1}{4}$ four annas and over in future. Receipt Books should also be introduced for future.

(Sd). Sadananda Bhattacharyya.

Auditor. 23. 11. 34.

- (II). Mr Gour Gopal Bhattacharjee Retired Assistant, Office of the Director General of Posts and Telegraphs, New Delhi, says,—

The Accounts of Nabadwip *Purnima-Sammelan* (from Baisakh 1341 to Magh 1343 B. S.) are audited by me. The vouchers for payments, as far as available, checked and compared with the entries of the Cash Book and found to be correct. I suggest that all vouchers should be serially arranged so that there will be no difficulty at the time of future audit. The accounts are however kept very neatly.

(Sd). Gour Gopal Bhattacharjee.

Auditor. 5. 3. 37.

পুণিমা-সংশ্লিষ্টতার তারিখ ও তারিখ।

—হিসাব—

(ক)

মৌজা-সংশ্লিষ্টতার তারিখ	আদায়	মোট জমা	বাকি ধরত	মৌজা
১৩৩৮	X	১১২৮০৫	১১২৮০৫	X
১৩৩৯	X	২১	২১	X
১৩৪০	X	১১২৮০৫	৮৮১৫	২১/০

(খ)

মৌজা-সংশ্লিষ্টতার তারিখ	আদায়	মোট জমা	বাকি ধরত	মৌজা
১৩৪১	২১/০	৩৫/৫	২৯/৯/৯	৮৮/১৯
১৩৪২	৮৮/১৯	৮৮/১৯	৩৫/১৫	১৮/১২
১৩৪৩	১৮/১২	২০/৫	২৯/৯/৯	১০/১৯

সন ১৩৪৩ সালের মাঘ মাস পর্যন্ত তহবিলে দশ টাকা, আট আনা, দেড় পয়সা মজুত আছে।

পরিদর্শকগণের অভিমত ।

১। “পল্লীবাসী” পত্রিকার সম্পাদক বাগ্দিবর পণ্ডিত শ্রীমুখ
গোপেন্দ্রভূষণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহোদয় লিখিয়াছেন ;—

নবদ্বীপের কতিপয় তরুণ সাহিত্যসেবী নবদ্বীপে একটা সাহিত্য
আলোচনার কেন্দ্র গঠনে উৎসাহী হইয়াছেন দেখিয়া আমরা আশা করি
হইয়াছি ।

জাতির এই নব জাগরণের মহেজ্ঞকণে সাহিত্যের ভিতর দিয়াই
নব ভাবের ভাগীরথীধারাকে অস্ত্যর্থনা করিবার জন্ত ইহারা যে শত্নাদ
করিতেছেন, তাহাতে দীর্ঘ দিনের জাড্য বিদূরিত হইক, ইহাই কামনা ।

নবদ্বীপের ভাষা—সমগ্র বাংলার ভাষা । নবদ্বীপের দান বিশ্ব
সত্যতা অঙ্গীকার করিতে পারিবে না । অতীতের ভয়ঙ্কর ভিতর
হইতে গৌরবময় নবদ্বীপের অবদান পরম্পরা পুনরুদ্ধার করে নবদ্বীপস্থ
তরুণবৃন্দের এই সাধু চেষ্টা জয়যুক্ত হউক ।

জ্ঞান, শ্রুতি, তত্ত্ব, সাহিত্য—নানা দিক দিয়া নবদ্বীপ যে উন্নতিলাভ
করিয়াছিল, সাহিত্যিকবৃন্দ আজ তাহারই পরিচয়দানে উদ্বৃত্ত হইয়াছেন ।
ভরসা করি, নবদ্বীপের বিবুধ মণ্ডলী এই নবীন সাহিত্যসেবকবৃন্দকে পূর্ণ
সহযোগিতা প্রদান করিয়া নবদ্বীপের মর্যাদা রক্ষায় সহায় হইবেন ।
ইতি—

বৈশাখী পূর্ণিমা,

সন ১৩৩৮ সাল ।

}

(স্বাক্ষর) শ্রীগোপেন্দ্রভূষণ সাংখ্যতীর্থ ।

২। নবদ্বীপ বঙ্গবিবুধ জননী সভার সম্পাদক ও কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুত শ্রীশ্রী বাচস্পতি মহোদয় লিখিয়াছেন ;—

নবদ্বীপ অতি প্রাচীনকাল হইতে সংস্কৃত শাস্ত্রের আকর ভূমি বলিয়া প্রথিত আছে। নব্য-জ্ঞান, স্বাতি, তত্ত্ব প্রভৃতি গ্রন্থের বহু গ্রন্থকার এই নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়া স্থানকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। আভ্যুদয়ক এক বৎসর হইতে নবদ্বীপের শিক্ষিত যুবকবৃন্দ সেই স্থানীয় গৌরবের অমূল্যরূপ “পূর্ণিমা-সন্মেলন” নামে এক সাহিত্য সভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। প্রতি বৎসর বৈশাখী-পূর্ণিমার ইহার বার্ষিক পূর্ণাধিবেশন হইয়া থাকে। আমি উক্ত অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া সভার কার্যাবলী পর্য্যবেক্ষণে অপার আনন্দ অনুভব করিয়াছি। সভায় বিবিধ প্রকারের প্রবন্ধাদি পাঠ ও তাহার সমালোচনা হইয়া থাকে। জ্ঞান, স্বাতি, তত্ত্ব, বেদান্তাদি দর্শন, বঙ্গসাহিত্য, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ এখানে পঠিত হয়। সুতরাং প্রাচীনপন্থী ও নবীনপন্থী স্তম্ভীগণের তুল্যাধিকার। এই অধিকারে পরস্পর ভাবের আদান প্রদান অতীব শ্রীতিকর হইয়া থাকে। আমি যুবকসমাজের এই শুভ অমূল্যতানে পূর্ণ সহায়ত্ব প্রকাশ করিতেছি, এবং প্রার্থনা, এই প্রতিষ্ঠান সাফল্য-মণ্ডিত হইয়া সুদীর্ঘ জীবন লাভ করুক। ইতি—

১৩৪১ সাল, ২৭শে জ্যৈষ্ঠ।

(স্বাক্ষর) শ্রীশ্রী বাচস্পতি।

(মহামহোপাধ্যায়)

৩। নবদ্বীপ হিন্দু হাটস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীশ্রুত সরোজ-
রঞ্জন ভট্টাচার্য্য, বি-এ, মহোদয় লিখিয়াছেন :—

পূর্ণিমা-সম্মেলনের জন্ম-পরিচয় অনাবশ্যক। তবে জল বায়ু
বিভ্রমনার প্রায়ই বেথানে আকাশ মেঘাবৃত থাকে, সেখানে পূর্ণিমার রস
মন্দাকিনী ছাপাটরা উঠিয়া রস প্রাবন ঘটায় না। তাহার ফলে,
চকোরের সম্মেলনও নিয়মিত দেখিতে পাওয়া যায় না। সুধা-পিপাসা
আপন বার্থতাকে বুকে লটরা চকোরকে কেবল বাকুল বিভ্রান্ত করিয়া
তোলে। তার মন্যবেদনার করুণ বিলাপ এই কয় পংক্তির বর্ণবিজ্ঞাসের
রক্তে রক্তে কাদিয়া উঠিতেছে।

রসপিপাসা-মাত্র সঞ্চল লটরা পূর্ণিমা-সম্মেলনকে লাগন করিবার ভার
লটরাছেন রসরাজের কতিপয় তরুণ ভক্তবৃন্দ। বাণীভাঙারের মধু
আহরণের নব উত্তম তাঁহাদের আছে। তাঁহাদের আনত মধুর গন্ধে
চতুর রসিকের দলকে মাঝে মাঝে লুক করিয়া টানিয়া আনে। রসের
চিরন্তন উৎস সন্ধানে তাঁহাদের বাত্মা। কে আজ তাঁদের সেই উৎস-
মুখে পৌছাইয়া দিবে—বেথান হইতে সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শনের স্বধাধারা
ছুটিয়া আনিয়া তাঁদের পৌর্ণমাসীর অমৃতভাণ্ডকে ভরিয়া তুলিবে;
আর তার অপূর্ণ ঐরত রস-লুহ জনের নিকট গোপন আমন্ত্রণ-লিপি
পাঠাইয়া আত্ম-নিবেদন করিবে। তাহাই হইবে পূর্ণিমা সম্মেলনের
বথার্থ পরিচয়।

লুক চকোর—এই তরুণ সাধকগণ, রসরাজের চরণ-পদ্মের চির
মধুকর। মানবজন্মের নির্জন পূরে রসরাজের সিংহাসন চির-প্রতিষ্ঠিত
রহিয়াছে; মঙ্গল শব্দধ্বনির সহিত তরুণের আবাহন-গীতি সহসা ঝঙ্কত

হইয়া উঠিল। সন্দের দেবতা এষ্ট সিংহাসনে আনিয়া অধিষ্ঠান কর!
তরুণের রসসাধনা সকল হউক !

১লা আষাঢ়, ১৩৪১ সাল, }
নবদ্বীপ। } (স্বাক্ষর) শ্রীপরোজরঞ্জন ভট্টাচার্য্য,

৪। অবসরপ্রাপ্ত গভর্ণমেন্ট অফিসর রায় সাহেব শ্রীশ্রুত
রামসাদু ভট্টাচার্য্য, বি-এ মহোদয় লিখিয়াছেন ;—

নবদ্বীপের শিক্ষিত যুবকবৃন্দ সন ১৩৩৮ সালের বৈশাখী পূর্ণিমা
হইতে নবদ্বীপ পূর্ণিমা-সম্মিলনী নামে এক সাহিত্য সভা স্থাপন করিয়া-
ছেন। ইহার প্রথম অধিবেশনে এবং তাহার পরবর্তী ২১টি অধিবেশনে
উপস্থিত থাকার নোভাগ্য আমার হইরাছিল। নবদ্বীপের সংস্কৃতচর্চা
বিশ্ববিখ্যাত। নব্যজ্ঞায় নবদ্বীপের নিজস্ব সম্পদ। বৈষ্ণব সাহিত্যও
নবদ্বীপকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল। সাহিত্য, স্মৃতি, তত্ত্বাদি
সম্বন্ধেও নবদ্বীপ অল্প কোন স্থান অপেক্ষা নূন ছিল না। এই যুবকবৃন্দ
নবদ্বীপের সেই প্রাচীন গৌরব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া
তাঁহাদিগকে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। আমি শ্রীশ্রীভগবান্
সমীপে এই সকল যুবকগণের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য আন্তরিকতার সহিত
প্রার্থনা করিতেছি। ইতি।

নবদ্বীপ, ৩১শে জ্যৈষ্ঠ।

সন ১৩৪১ সাল

(স্বাক্ষর) শ্রীরামধাহ ভট্টাচার্য্য,

রায়সাহেব।

৫। কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীমুখ সুধেন্দু কুমার দাস এম এ, পি-এইচ-ডি লিখিয়াছেন ;—

ভারতের প্রাচীন প্রণালী মূলক শিক্ষা ও সংস্কৃতির গৌরবময় ইতিহাসে বাঙালী মনীষার প্রধানতম দানের উদ্ভবভূমি নবদ্বীপ সমগ্র বাঙালী জাতির পরম আদরের স্থান। অবতারবর্ষিষ্ঠ চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারিত বিপ্লব গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম, মহাসাধক আগমবাগীশের পুনঃপ্রতিষ্ঠাপিত তত্ত্বমত এবং কুশাগ্রীষ্মী নিরোমগিপ্রবর্তিত নব্য-জ্ঞান—ভারতের সংস্কৃতি-মূলক চিন্তাভাণ্ডারে বাঙালীপ্রতিভা যে অত্যন্তকাল মধ্যে এই সমৃদ্ধল রত্নত্রয় দান করিয়াছে, সেই অতুলনীয় কীর্তির দাবীও একমাত্র নবদ্বীপেরই নিজস্ব। বিশ্ব-বিখ্যাত পণ্ডিতকুল-সেবিত সংস্কৃত শিক্ষার শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান নবদ্বীপের সে কীর্তি যে অধুনা লুপ্ত হইতে চলিয়াছে, তাহা সংস্কৃতশাস্ত্রনিক মাত্রেই অমুভব করিতেছেন। জাতির এই লুপ্ত গৌরবকে ফিরাইয়া আনিয়া তাহার ভবিষ্যৎকে সুপ্রতিষ্ঠ করিতে হইলে পুরাতনকে যে একেবারে বর্জন করিয়া নূতনের অজ্ঞাতপথে তাহাকে পরিচালিত করিলে চলে না, তাহা বোধ হয় অনেকেরই স্বীকার্য। অতীত সংস্কৃতির শাস্ত্র সত্যের ভিত্তির উপরেই নির্ভর করিয়া নূতনের উপাদান মিলাইয়া জাতীয় শিক্ষার ভবিষ্য দোধ গড়িয়া তুলিতে হয়।

আমার অত্যন্ত আনন্দ ও আশার বিষয় এই যে, আমি নবদ্বীপ পূর্ণিমা-সম্মেলনে যোগ দিবার যে সুযোগ পাইয়াছিলাম, তাহাতে প্রাচীন ও নবীনের অবাধ সমন্বয় ভাবের মধ্যে নবদ্বীপের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারে ও ভবিষ্যৎ গঠনের সাধু প্রচেষ্টার সূত্রপাত দেখিতে পাইবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলাম। এই অতি প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানটিকে প্রাচীন তরুণ উভয় সম্প্রদায়েরই শিক্ষিত ব্যক্তিগণের আন্তরিক সহানুভূতি দ্বারা সফলতামণ্ডিত করিয়া তুলিবার একটি বিশেষ চেষ্টা লক্ষ্য করিয়া আমি নিরতিশয় আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলাম।

সকল-লোকবিধাতা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন বিশেষ করিয়া আধুনিকতায় শিক্ষিত তরুণদিগকে নিতা প্রেরণা প্রদান করিয়া এই মহা উদ্দেশ্যকে সুসম্পাদিত হইতে দেন।

কক্সনগর,

৪ঠা বৈশাখ ১৩৪২ সাল।

(স্বাক্ষর) শ্রীসুধেন্দ্রকুমার দাস।

৬। নবদ্বীপ বকুলতলা হাইস্কুলের প্রধানশিক্ষক এবং অনারারি ম্যাগিষ্ট্রেট শ্রীসুত শশিভূষণ তরফদার এম এ, বি.টি. মহোদয় লিখিয়াছেন:—

নবদ্বীপের তথা সমগ্র বাংলা দেশের সাহিত্যসাধনা সকল করিবার মানসে নবদ্বীপের তরুণ সাহিত্যসেবীগণ “পুর্নিমা সম্মেলন” নামে একটা সাহিত্যসংসদ স্থাপন করিয়াছেন। নানা প্রকারে এই সভার সহিত সংশ্লিষ্ট হইবার সুযোগ আমার হইরাছিল। বহু প্রাচীন কাল হইতেই নবদ্বীপ সঙ্কটমিকার পীঠস্থান। এখানকার নবা ন্যায় বিশ্ব-বিক্রম। নবদ্বীপের অল্পনা লুপ্তপ্রায় সেই পুরাতন গৌরব ফিরাইয়া আনিবার জন্য তরুণদের এই প্রচেষ্টা অস্বস্তিক হউক। ইতি—

নবদ্বীপ, ১৪ই বৈশাখ,

(স্বাক্ষর) শ্রীশশিভূষণ তরফদার।

১৩৪২ সাল।

৭। ভারতীয় বাবস্থা-পারিষদের সদস্য পণ্ডিত শ্রীযুত লক্ষ্মী-কান্ত মৈত্র এম্-এ, বি এল, এম্-এল্ এ, কাবা-সাংখ্যাতীর্থ মহোদয় লিখিয়াছেন :—

নবদ্বীপ পূর্ণিমা-সম্মেলনের বর্তমান বর্ষের সাধারণ অধিবেশনে নিমন্ত্রিত হইয়া যোগদান করিবার সুযোগ লাভ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। বাঙ্গালার এই প্রাচীন বিজ্ঞাপীঠে সাহিত্য-চর্চার রূপ একটা কেন্দ্র থাকা সর্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়।

স্বকগণের এই কল্যাণময় প্রতিষ্ঠান উত্তমোত্তর উন্নতি পথে অগ্রসর হউক—ইহাই প্রার্থনা। ইতি—

৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩।

(স্বাক্ষর) শ্রীলক্ষ্মীকান্ত মৈত্র।

৮। শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক “বিচিত্রা” পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি-এল, মহোদয় লিখিয়াছেন ;—

নবদ্বীপ পূর্ণিমা-সম্মেলনের ৫ বৎসরের বার্ষিক অধিবেশনে যোগদান করে বিশেষ পরিতৃপ্ত হলাম। এক সময়ে এই নবদ্বীপ নগর জ্ঞান এবং পাণ্ডিত্যের ক্ষেত্রে চিন্তার সাহস এবং স্বাধীনতার বাঙলা দেশে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল। স্মরণ্যঃ এর ভূমি উর্দুর, উপযুক্ত বীজ বিকশিত হলে একদিন বৃহৎ বনস্পতি জন্মগ্রহণ করবে এ নিশ্চিত। আমার আশা হয়, পূর্ণিমা-সম্মেলন সেইরূপ একটি বীজ। শ্রীবুদ্ধ গোপেন্দ্রকৃষ্ণ সাংখ্যাতীর্থ মহাশয়ের মত সর্বতোভাবে উপযুক্ত ব্যক্তির নেতৃত্বে এই প্রতিষ্ঠানটি যে একদিন সাকল্যমণ্ডিত হবে সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আমি এই পূর্ণিমা-সম্মেলনের সর্বনিম্ন উন্নতি এবং প্রগতি কামনা করি।

(স্বাক্ষর) উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়,

বৈশাখী পূর্ণিমা ১৩৪৪।

৯। লক্ প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক এবং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীশুভ
অন্নদাশঙ্কর রায় আই-সি-এস মহোদয় লিখিয়াছেন,—

নবদ্বীপে পূর্ণিমা-সম্মেলনের উদ্বোধনাদির সঙ্গে আলাপ করে খুশী
হলাম। করবার জিনিস অনেক আছে, কিন্তু সকলকে সকল জিনিস
করতে বলা নিষ্ফল। পূর্ণিমা-সম্মেলনকে আমি শুধু একটি জিনিস
করতে বলি, তাঁরা নবদ্বীপের তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে মিশে বাংলার সমাজ
সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করুন। Social reserchএর পক্ষে নবদ্বীপের
উপযোগিতা কল্‌কাত্তার ঠিক নীচে।

(স্বাক্ষর) অন্নদাশঙ্কর রায়,

কলকাত্তার ২-১০-৩৬।

১০। মডার্ন রিভিউ ও প্রবাসী পত্রিকার সম্পাদক শ্রীশুভ
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম্-এ, লিখিয়াছেন ;—

নবদ্বীপ পূর্ণিমা-সম্মেলন স্থানীয় সাহিত্যিক প্রবন্ধ জাগাইয়া রাখিয়া
সমগ্র বাঙালী জাতিরই সাহিত্যিক প্রচেষ্টার পরোক্ষভাবে সহায়তা
করিতেছেন। ইহার চেষ্টার সহিত সম্পূর্ণ সহায়ভূতি সকল সাহিত্যরস-
পিপাসুর ও সাহিত্য-সেবীদের নিশ্চয়ই আছে ও থাকিবে। সত্যের
অনুভূতি ও প্রকাশে এইরূপ সমিতি সমূহ ব্যাপ্ত থাকিয়া জাতীয়
সংস্কৃতিকে বাঁচাইয়া রাখিতেছেন।

২৬শে আশ্বিন, ১৩৪৩। (স্বাক্ষর) শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

১১। বাংলার পল্লীকবি শ্রীশুভ কুমুদরঞ্জন মল্লিক,
বি-এ মহোদয় লিখিয়াছেন ;—

শ্রীধাম নবদ্বীপের উদ্বোধনী বৃকবৃন্দ পূর্ণিমা-সম্মেলন নামে যে
সাহিত্য-সভা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহা দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর
হইতেছে দেখিয়া সুখী হইলাম। ইহাদের স্বভাবে গুণিতা, একনিষ্ঠ

সাহিত্যসেবা ও উচ্চ আদর্শ আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। নদীয়ার প্রেমের প্রাবল্য দেশকে পবিত্র ও সমৃদ্ধ করিয়াছিল এবং এখনো করিতেছে। পূর্ণিমা সম্মেলনের সভ্যবৃন্দের সাহিত্যমুরাগ, নির্মলতা ও ধর্মভাব দেশের যুবকবৃন্দের আদর্শ হউক—ইহাই আমি কামনা করি। এই নবীন প্রতিষ্ঠান নবদ্বীপের মিউনিসিপ্যালিটির স্বযোগ্য চেয়ারম্যান ও ভাইস্ চেয়ারম্যান প্রমুখ সম্ভ্রান্ত নাগরিকবৃন্দের ও পণ্ডিত মণ্ডলীর সহায়ত্ব আকর্ষণ করিয়াছে দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। আমি সর্কোপেক্ষা উল্লসিত হইলাম—সম্ভ্রান্ত পুরমহিলাগণের সাহিত্যচর্চা দেখিয়া। বঙ্গের সাহিত্যরথীগণের সম্মেলন দৃষ্টিলাভ করিবার পূর্ণ দোভাগ্য এখনো এই সম্মেলনের হয় নাই, কিন্তু তাহার যোগ্যতা ও দাবী আর উপেক্ষিত হইবে না। এই সকল যুবকগণের সাধু প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবার নহে। আমি এই সম্মেলনের সর্কাজীন উন্নতি প্রার্থনা করি।

২৬শে কার্তিক, ১৩৪৩ সাল,

মাথরুণ।

}

(স্বাক্ষর) শ্রীকুমদরঞ্জন মল্লিক।

১২। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বোলপুর বিশ্বভারতীর ভূতপূর্ব অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুত বিশ্বশেখর শাস্ত্রী মহোদয় লিখিয়াছেন ;—

আজ নবদ্বীপের পূর্ণিমা-সম্মেলনে আদিবার দোভাগ্য আমার হইয়াছিল। বাহা দেখিলাম ও বুঝিলাম, তাহাতে আমার মনে হইল, এখানে একটি ভাল বীজ ছিল, তাহার অঙ্কুরের উদ্ভেদ হইয়াছে, এবং আমার খুবই আশা হইয়াছে, যদি অমুকুল অবস্থা হয় তাহা হইলে এখানে একটি মহান বনস্পতির আবির্ভাব হইবে। ইহার এই অমুকুল অবস্থা হউক, ইহাই আমার প্রাণের কামনা। ২৮শে কার্তিক, ১৩৪৩।

(স্বাক্ষর) শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

প্রাপ্তপত্রাদি।

যে সমস্ত কবি, সাহিত্যিক ও সদন্তের পত্র ও আশীর্বাদীয় পাইয়াছি তাহা সমস্ত প্রকাশ করিবার স্থানাভাব। নিম্নে মাত্র দুইখানি পত্র প্রকাশিত হইল।

শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবীর পত্র।

থাণ্ডুরা। নি, পি।

৪ঠা মার্চ, ১৯৩৭।

সবিনয় নিবেদন—

গত মেঘদূত উৎসবের সময়ে আপনাদের পূর্ণিমা-সম্মেলন সাহিত্য-সভায় যোগদান করবার নোভাঙ্গা আমার হয়েছিল। একজন প্রবাসী বাঙালীর পক্ষে নিজের জন্মভূমিতে সাহিত্য বাসরে মিলিত হবার ও তার উন্নতিতে কিরূপ আনন্দ ও গর্ব অনুভব হয়, তা আপনারা হয়তো বুঝতে পারবেন না। আমি সুদূর ভারতের এক প্রান্ত হ'তে এসে আপনাদের উৎসব সভায় যা দেখলাম তা সত্যি আমার চিরদিন মনে থাকবে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নীচেই যার আসন, সেই কবির শ্রীষুত কুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাশয়ের অভিভাষণ ও অধিনাক্ত নিজ চোখে দেখে ও শুনে পরম আনন্দলাভ করেছি। তা ছাড়া, আপনাদের সঙ্গে সজ্জাস্ত পুরনারীগণের সাহিত্যালোচনা সত্যি একটা বিশ্বয়ের বিষয়! এতদিন পুরুষ ও মহিলাগণের মধ্যে যে দূরত্বের ব্যবধান ছিল, আপনারা সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে সে আবিলতাটুকু নষ্ট করে দিয়েছেন। আমি অনেক সাহিত্যসম্মেলনে নিমন্ত্রিত হ'য়েছি, কিন্তু আপনাদের সাহিত্য-সভায় এমন একটা নূতনত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে বা সহজেই লোকের দৃষ্টিতে পড়ে। তাই আমার বিশ্বাস, আপনাদের পূর্ণিমা-সম্মেলন ভবিষ্যতে স্মৃতিসমাজের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করবে।

আমাকে এতদূরে থেকেও আপনারা যে স্বরণ রেখেছেন তাতে আমার বড় আনন্দ হচ্ছে। আপনাদের সাহিত্যের পরশ আমার স্মৃতির মধ্যে সর্বদাট রূপায়িত হয়ে উঠছে। তবুও আপনাদের আবার বলবো, এই প্রবাসী বন্ধুটির কথা মনে রাখবেন। আপনাদের সাহিত্য সত্যার জয় হোক। ইতি—

বিনীতা—

প্রদুর্গময়ী দেবী।

বর্জমানের মহারাজকুমার

শ্রীযুক্ত উদয়চাঁদ মহাতাব বি-এ, মহোদয়ের পত্র !

রোজ ব্যাঙ্ক, দার্জিলিং।

১৩ই জুন, ১৯৩৬।

নবদ্বীপ পূর্ণিমা-সম্মেলনের সভ্যবৃন্দ

সমীপেষু—

আমি আজ প্রথম দিবসে মেঘদূতের আবাহনে কবির যুগ যুগান্তরের পুরাতন গীতি, আজ হৃদয়ে নূতনের অনুরূপ জাগরিত করিল। হে তরুণ কবিদল, তোমাদের সে আস্থানে আজ বিরহী যক্ষপ্রাণ বাস্তবের কঠিন পিঞ্জরবার টুটে, ছুটে যেতে চায়, কিন্তু তার লোহস্বারে কঠোর আঘাত পেয়ে ফিরে আসে মাত্র। হে তরুণ! তাই আজ ক্ষুদ্র লিপিকা “মেঘদূতের” পদ নিয়ে তোমাদের কাছে আমার অন্তরের বার্তা পৌছে দিক। তোমাদের উৎসব সাদল্যামণ্ডিত হউক। ইতি—

গুডবাই—

(স্বাক্ষর) শ্রীউদয়চাঁদ মহাতাব।

পূর্ণিমা-সম্মেলনের সভ্যগণের নাম ।

- ১। পণ্ডিত শ্রীগোপেন্দ্রভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্য-সংগ্ৰহীত
- ২। শ্রীঅনন্দগোপাল গোস্বামী, কাব্য-তীর্থ ।
- ৩। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ আচার্য্য ।
- ৪। শ্রীদেবনারায়ণ গোস্বামী, কাব্য-তীর্থ ।
- ৫। শ্রীননীগোপাল বসু বি-এ ।
- ৬। শ্রীমুরারিমোহন চৌধুরী, এম্-এ-বি এন্ ।
- ৭। শ্রীকরালীকিঙ্কর আচার্য্য ।
- ৮। শ্রীকালীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, (চিত্রশিল্পী) ।
- ৯। শ্রীঅনন্তকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য তর্ক-তীর্থ ।
- *১০। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক ।
- *১১। শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য্য ।
- ১২। শ্রীশিবব্রত গোস্বামী বি-এন্-সি ।
- *১৩। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বি-এ ।
- ১৪। শ্রীগৌরীপ্রসাদ বসু, বি-এ ।
- *১৫। শ্রীসুধাংশুকুমার ভট্টাচার্য্য ।
- ১৬। ডাঃ শ্রীজগদীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এন্ এম্-এক্ ।
- ১৭। শ্রীঅনিলকুমার গোস্বামী ।
- *১৮। শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি এ ।
- *১৯। শ্রীনির্মলকুমার মিত্র ।
- ২০। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি-এ ।

- *১১। শ্রীকানাইলাল সিংহ।
- *১২। শ্রীকালীকুমার পাল।
- ১৩। শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়।
- ১৪। শ্রীসতীন্দ্রনাথ গোস্বামী এম্‌ এস-সি, বি-এল্‌।
- *১৫। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ভট্টাচার্য।
- *১৬। শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায় বি-এ।
- *১৭। শ্রীপ্রভাতকুমার রায়।
- *১৮। শ্রীঅনিলকুমার দাস।
- ১৯। শ্রীনীহারকুমার রায়।
- ২০। শ্রীকালিদাস চক্রবর্তী বি-এ।
- *২১। শ্রীবিভূতিভূষণ সেন।
- *২২। ৬জিতেন্দ্রনাথ গোস্বামী।
- ২৩। শ্রীসদানন্দ গোস্বামী।
- *২৪। শ্রীগোবিন্দচন্দ্র রায় বি-এ কাব্যাতীর্থ।
- ২৫। শ্রীবিশ্বেশ্বর সেন।
- *২৬। শ্রীশশিভূষণ সরকার।
- *২৭। শ্রীঅনাথবন্ধু চট্টোপাধ্যায় বি এস-সি,।
- ২৮। অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ সিদ্ধান্ত কাব্য-ব্যাাকরণতীর্থ।
- *২৯। শ্রীফণীভূষণ রায়।
- ৪০। মহম্মদ তহম্মল হোসেন।
- *৪১। শ্রীবিনয়কুমার মোদক।
- ৪২। অধ্যাপক ডাঃ শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার এম্‌-এ-পি-আর-এস
পি-এইচ-ডি ভাগবতরত্ন।
- ৪৩। মহম্মদ তহম্মদ হোসেন।
- ৪৪। শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়, ব্যাকরণতীর্থ।

- ৪৫। শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্তী ব্যাকরণতীর্থ।
৪৬। ডাঃ শ্রীঅচ্যুতানন্দ ভট্টাচার্য্য, এইচ্-এম্ বি।
৪৭। শ্রীভবানীশঙ্কর গুপ্ত।
*৪৮। শ্রীহরিপদ চক্রবর্তী।
৪৯। মুন্সী এরফান বক্স।
৫০। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।
৫১। শ্রীভবপতি মৈত্র, বি-এ কাব্যতীর্থ।
৫২। অধ্যাপক শ্রীশিবশরণ চৌধুরী এম্-এ, বি-এল।
৫৩। শ্রীগোবিন্দলাল গোস্বামী এম্-এ।
৫৪। ডাঃ শ্রীমোহিনীমোহন গোস্বামী বি-এস্-সি এম্-বি।
৫৫। শ্রীমনোমোহন গোস্বামী বি-এ।
৫৬। শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সান্তাল।
৫৭। শ্রীকমলেশচন্দ্র সান্তাল।
৫৮। ডাঃ শ্রীজগবন্ধু সান্তাল এইচ্-এম্-বি।
৫৯। শ্রীরমেশচন্দ্র আচার্য্য বি-এস্-সি।
৬০। শ্রীশচীন্দ্রনাথ নন্দী, বি-এস্-সি।
৬১। অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীধৃত মনোরঞ্জন কাব্য ব্যাকরণ ত্বতিতীর্থ।
৬২। শ্রীগৌরপদ গোস্বামী।
৬৩। শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য্য।
৬৪। আব্দুল ওয়াহিদ।
৬৫। শ্রীবিজয়কুমার মৈত্র।
৬৬। শ্রীকালীকিঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়।
৬৭। শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-টি।
৬৮। শ্রীননীগোপাল গোস্বামী।
৬৯। শ্রীহরিশাস চক্রবর্তী, বি-এ, বি-এল।

- ৭০। শ্রীমতী সুধমা দেবী।
- ৭১। শ্রীমতী সবিতা দেবী।
- ৭২। শ্রীমতী মালবিকা দেবী।
- ৭৩। শ্রীমতী অমিয়া দেবী।
- ৭৪। শ্রীমতী মায়াময়ী দেবী।
- ৭৫। শ্রীমতী রাধালতা দেবী।
- ৭৬। শ্রীমতী লাবণ্য দেবী।
- ৭৭। শ্রীমতী মহামায়া দেবী।
- ৭৮। শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী।

পূর্ণিমা-সম্মেলনের দাতৃগণের নাম ।

- ১। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ আচার্য্য ।
- ২। শ্রীননীগোপাল বসু, বি-এ ।
- ৩। শ্রীদেবনারায়ণ গোস্বামী, কাব্যতীর্থ ।
- ৪। শ্রীঅনন্দগোপাল গোস্বামী, কাব্যতীর্থ ।
- ৫। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক ।
- ৬। শ্রীকালিশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, (চিত্রশিল্পী)
- ৭। শ্রীমুরারিমোহন চৌধুরী, এম্-এ, বি-এল্ ।
- ৮। শ্রীকরালীকিঙ্কর আচার্য্য ।
- ৯। শ্রীইন্দুমাধব চট্টোপাধ্যায় ।
- ১০। শ্রীপূর্ণচন্দ্র বাগচী, চেয়ারম্যান্ নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটি ।
- ১১। শ্রীকানাইলাল সিংহ ।
- ১২। শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য্য
- ১৩। শ্রীগোরক্ষন্দর গোস্বামী
- ১৪। শ্রীগণেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
- ১৫। শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য
- ১৬। শ্রীমতী লাবণ্য দেবী
- ১৭। শ্রীমৃদুজয়কুমার গোস্বামী
- ১৮। ডাঃ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্-বি
- ১৯। শ্রীহরিন্দাস চক্রবর্তী, বি-এ, বি-এল্
- ২০। শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
- ২১। শ্রীশশধর মিত্র

- ২২। শ্রীকেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ, বি-ই, এম্-আ-এ
- ২৩। শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
- ২৪। শ্রীঅমিরগোপাল দত্ত
- ২৫। ডাঃ শ্রীমোহিনীমোহন গোস্বামী, বি-এম্-সি, এম্-বি
- ২৬। শ্রীরমেন্দ্রনাথ গোস্বামী, বি-এ-জি
- ২৭। শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়
- ২৮। ডাঃ শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, এম্-বি
- ২৯। শ্রীমতী অভয়াবালা দেবী
- ৩০। শ্রীনেপালচন্দ্র দে
- ৩১। শ্রীজনরঞ্জন রায়, সম্পাদক, বকুলতলা হাইস্কুল
- ৩২। ডাঃ শ্রীঅনুকূলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বি-এম্-সি, এম্-বি
- ৩৩। শ্রীতীর্থনাথ বসু, জমিদার
- ৩৪। শ্রীজগবন্ধু সাত্তাল, এটচ্-এম-বি
- ৩৫। শ্রীদর্দার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এম্-এস সি, এম্-আর-এ-এস্
- ৩৬। শ্রীগোপালগোবিন্দ সিংহ
- ৩৭। রায় সাহেব রামবাহু ভট্টাচার্য্য, বি-এ
- ৩৮। শ্রীগোবিন্দলাল গোস্বামী এম্-এ
- ৩৯। শ্রীশশিভূষণ তরফদার এম্-এ বি-টি (অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট)
- ৪০। পণ্ডিত শ্রীলক্ষ্মীকান্ত মৈত্র, এম্-এ, বি-এল, এম-এল-এ,
- ৪১। শ্রীনিমাইচন্দ্র গোস্বামী (অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট)
- ৪২। শ্রীসুধাময় গোস্বামী
- ৪৩। অধ্যাপক শ্রীশিবশরণ চৌধুরী এম এ, বি-এল
- ৪৪। শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য, কমিশনার মিউনিসিপ্যালিটী
- ৪৫। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
- ৪৬। কবিরাজ শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কাব্যতীর্থ